বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা
www.brdb.gov.bd

মাঠ কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর আলোকে প্রেরিত ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর আয়োজিত ফিডব্যাক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন (যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন), বিআরডিবি
স্থান : পরিচালক (প্রশাসন) এর অফিস কক্ষ
তারিখ : ৩০ জানুয়ারি ২০২৫খ্রি.
সময় : সকাল ১০:৩০ টা
উপস্থিতি : সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি, সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বিআরডিবি'র NIS টিমের সদস্য সচিব ও উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হয়। উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান মাঠ কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর আলোকে ৬৪ জেলা হতে ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। বিগত সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করা হয়েছে। অতঃপর মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশিকার আলোকে সভায় নিম্নরূপভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১. বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	সভায় উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) জানান যে, বিআরডিবি'র মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ফিডব্যাক সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিতে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) গত ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	উপপরিচালক (পিআরসি)
২. নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভায় জানানো হয় যে, মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অনুসারে ৬৪ জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, পাবনা, নওগাঁ, লক্ষ্মীপুর ও চট্রগ্রাম জেলা নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাকি জেলাগুলো নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। সভায় সভাপতি বলেন যে, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রতি ত্রৈমাসিকের প্রথম মাসেই সভা আয়োজন করতে হবে। নিয়মিত সভা আয়োজন এবং কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। যেসকল জেলা ২য় ত্রৈমাসিকে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়নি সেসকল জেলা দ্রুত সময়ের মধ্যে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করে বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রমাণক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সভা আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। খ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রতি ত্রৈমাসিকের প্রথম মাসেই সভা আয়োজন করে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। গ) যেসকল জেলা ২য় ত্রৈমাসিকে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়নি সেসকল জেলাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করে বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রমাণক প্রেরণ করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা।	সভায় জানানো হয় যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মাঠ কার্যালয়ের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুসারে ২য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৫ জেলা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে সভা আয়োজনে ব্যর্থ হয়েছে সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, পাবনা, সুনামগঞ্জ, নওগাঁ, গাজীপুর, দিনাজপুর, মানিকগঞ্জ ও চট্রগ্রাম জেলা। সভায় উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) বলেন যে, অংশীজন (stakeholder) বলতে স্ব স্ব আঞ্চলিক ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ/দাপ্তরিক/নাগরিক সেবা গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (সরকারি/বেসরকারি), সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং আওতাধীন কার্যালয়সমূহ কিংবা তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝাবে। মাঠ পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে কমপক্ষে ২ টি সভা করতে হবে। এ সভায় আবশ্যিকভাবে সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, যাতে সেবা গ্রহীতারা সেবা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। অংশীজনের সভায় আবশ্যিকভাবে সেবাগ্রহীতার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রমাণক হিসেবে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী এবং হাজিরা সংরক্ষণ করতে হবে। যেসকল জেলা ২য় ত্রৈমাসিকে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়নি সেসকল জেলা দ্রুত সময়ের মধ্যে সভা আয়োজন করে প্রমাণকসহ প্রতিবেদন বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক) অংশীজনের অংশগ্রহণে সভায় সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। খ) যেসকল জেলা ২য় ত্রৈমাসিকে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়নি সেসকল জেলাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে সভা আয়োজন করে প্রমাণকসহ প্রতিবেদন বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করতে হবে। গ) প্রমাণক হিসেবে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী এবং হাজিরা সংরক্ষণ করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)
৪. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/সভা আয়োজন।	সভায় জানানো হয় যে, মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অনুসারে ২য় ত্রৈমাসিকে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ৪৮টি জেলা শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/সভা আয়োজন করতে পেরেছে। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছে সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, নওগাঁ, বরিশাল, জয়পুরহাট, নাটোর, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, খুলনা, মুন্সীগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলা। সভায় সভাপতি বলেন যে, ২য় ত্রৈমাসিকে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে ব্যর্থ জেলাগুলো ৩য় ত্রৈমাসিকের মধ্যে তিন কোয়ার্টারের প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে আয়োজন করবে। নিজ কার্যালয় এবং আওতাধীন কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে ব্যাচ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। সভাপতি আরও বলেন আয়োজিত প্রশিক্ষণের হাজিরা, ছবি প্রমাণক হিসেবে জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।	ক) যে সকল জেলা লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রশিক্ষণ আয়োজনে ব্যর্থ হয়েছে সেসকল জেলাকে ৩য় ত্রৈমাসিকের মধ্যে তিন কোয়ার্টারের প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণসহ আয়োজিত প্রশিক্ষণের হাজিরা, ছবি প্রমাণক হিসেবে জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)
৫.কর্মপরিবেশ উন্নয়ন।	সভায় জানানো হয় যে, ২য় কোয়ার্টারে ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৫ জেলা কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সভায় সভাপতি বলেন যে, কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখা প্রত্যেক কর্মচারীর নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়ে সকলের সচেতন থাকা জরুরী। সকল জেলা কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সূচকে গৃহীত	ক) কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য সকলকে সচেতন থাকতে হবে। খ) সকল কার্যালয়কে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন সূচকে গৃহীত কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে	উপরিচালক (সকল জেলা)

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্পন্ন করে প্রমাণক যথাসময়ে বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করবে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সদর কার্যালয়ের প্রত্যেক শাখা তাদের কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সম্পন্ন করে প্রমাণক যথাসময়ে বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণের করতে হবে। গ) সদর কার্যালয়ের প্রত্যেক শাখা তাদের কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	
৬. ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	সভায় জানানো হয় যে, মাঠ কার্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ বিষয়ে ২য় কোয়ার্টারের প্রতিবেদনে অনুযায়ী ৬৪ জেলার মধ্যে ৬১ জেলা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। সাতক্ষীরা, নারায়নগঞ্জ ও কক্সবাজার জেলা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সভাপতি বলেন মাঠ কার্যালয়ের সকল ইউনিটের ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সকল ক্রয় সম্পাদন করার জন্য সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মাঠ কার্যালয়ের সকল ইউনিটের ক্রয় পরিকল্পনা যথাসময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সকল ক্রয় সম্পাদন করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)
৭. সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা গ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ	সভায় জানানো হয় যে, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা গ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ সূচকে ২য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, পাবনা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও দিনাজপুর জেলা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা গ্রহীতার মতামত সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। সভায় আলোচনা করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে যে সকল সেবা প্রদান করা হয় সে সকল সেবা যারা গ্রহণ করছেন সেই সেবা গ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং রেজিস্টারে সেবার মান সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য সেবা গ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এছাড়া এই সূচকে যেসব জেলা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে সেসব জেলাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক) সেবা গ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। খ) রেজিস্টারে সেবার মান সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য সেবা গ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গ) যেসব জেলা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে সেসব জেলাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)
৮.বিবিধ	সভায় উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) জানান যে, মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা নির্দেশিকা অনুসরণ না করে অসম্পূর্ণ/ভুল ফরম্যাটে প্রতিবেদন দাখিল করেছে যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, মুন্সীগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও ফেনী জেলা। এছাড়া সাতক্ষীরা, যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নাটোর, কুমিল্লা, বান্দরবান, রাঙামাটি ও মুন্সীগঞ্জ জেলা সূচকের মান ভূল দিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক এবং অনভিপ্রেত। সভায় সভাপতি বলেন যে, যেসকল জেলা ভুল ফরম্যাটে প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং যেসব জেলায় কোন অগ্রগতি নেই সেসকল জেলাসমূহের উপপরিচালকদের টেলিফোনে প্রতিবেদন ভুল হওয়ার কারণ জানার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া ভবিষ্যতে ভুল	ক) যেসকল জেলা ভুল ফরম্যাটে প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং যেসব জেলায় কোন অগ্রগতি নেই সেসকল জেলাসমূহের উপপরিচালকদের টেলিফোনে প্রতিবেদন ভুল হওয়ার কারণ জানার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা) ও উপপরিচালক (পিআরসি)

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রতিবেদন প্রেরণ না করার জন্য একটি জুম মিটিং করে ভুলগুলো সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের নিকট উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি আরও উল্লেখ করেন যে, শুদ্ধাচার চর্চার জন্য জেলা এবং উপজেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান করার জন্য এ সভা হতে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	খ) জেলা থেকে ভবিষ্যতে ভুল প্রতিবেদন প্রেরণ না করার জন্য একটি জুম মিটিং করে ভুলগুলো সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। গ) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় উত্থাপিত না হওয়ায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৫/২/২০২৫

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন (যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
বিআরডিবি, ঢাকা

স্মারক নং- ৪৭.৬২.০০০০.১০২.০৬.০০৩.২২.১৪০৫ তারিখ : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১) পরিচালক (সকল) বিআরডিবি, ঢাকা/বিআরডিটিআই, সিলেট।
০২) যুগ্মপরিচালক (সকল) বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৩) প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচি পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক, বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা/রংপুর/গাইবান্ধা/ফরিদপুর।
০৪) উপসচিব (এপিএ শাখা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫) উপপরিচালক (সকল) বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৬) উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৭) উপপরিচালক (সকল), বিআরডিবি.....জেলা।
০৮) মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, সদর দপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০) অফিস কপি।

০৫/২/২০২৫

মোঃ নুরুজ্জামান
উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)